দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...26 MAY 1994 ...
পৃষ্ঠা 1 কলাম 6

72

অভিভাবক উদ্বিগ্ন ।। পরীক্ষার্থী অতিষ্ঠ ।। বোর্ড বিব্রত

কুমিল্লা বোর্ডের প্রশ্নপত্র বার বার ফাঁস হয় কেন

।। নূরুল রহমান ।।

কুমিল্লা, ২৫শে মে।– ৫ বছর ধরে কুমিল্লা বোর্ডের প্রশ্নপত্র ফাঁস হবার ঘটনা ঘটছে। প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ায় পরীক্ষা বাতিল হয়েছে। বারবার প্রশ্নপত্র ফাঁস ও এই কারণে পরীক্ষা বাতিল হয়ে যাওয়ায় অভিভাবকমহল হচ্ছে উদ্বিগ্ন, পরীক্ষার্থীরা অতিষ্ঠ আর বোর্ড কর্তৃপক্ষ বিব্রত।

কুমিল্লা বোর্ডের প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা প্রথম ঘটে ১৯৮৮ সালে। এই কারণে ঐ বছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার অর্থনীতি ও বাণিজ্য ভূগোল দ্বিতীয়পত্রের পরীক্ষা বাতিল হয়ে যায়। '৮৯ সালে প্রশ্নপত্র ফাঁস হবার কারণে বাতিল হয় উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার অর্থনীতি ও বাণিজ্যিক ভূগোল এবং মাধ্যমিক পরীক্ষার সাধারণ বিজ্ঞান বিষয়ের পরীক্ষা। এসব প্রশ্নপত্র ফাঁস হবার কারণ ছিল ভুল করে এক বিষয়ের পরীক্ষায় অন্য বিষয়ের প্রশ্নপত্র বিলি। ব্যাপক হারে প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং তা বাজারে বিক্রির ঘটনা ঘটে ১৯৯০ সালে। ঐ বছর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা এবং পরের বছর ('৯১ সালে) মাধ্যমিক পরীক্ষায় বাংলা ছাড়া সকল বিষয়ের পরীক্ষা বাতিল হয়ে যায়। এরপর ২ বছর প্রশ্নপত্র ফাঁস হবার ঘটনা বন্ধ ছিল। কিন্তু এ বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা থেকে তা আবার শুরু হয়েছে। এ পর্যন্ত ইংরেজী প্রথম ও দ্বিতীয়পত্র, অংক ও ভূগোল বিষয়ের

প্রশ্নপত্র : পৃঃ ২ কঃ ৩

INFORMATION

প্রশ্নপত্র : বার বার ফাঁস হয় কেন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

যেসব প্রশ্নপত্র বাজারে বিক্রি হয়েছে তার সাথে বোর্ডের প্রশ্নপত্র মিলে গেছে। আশংকা করা হচ্ছেঃ পুরো সেট প্রশ্নপত্রই ফাঁস হয়ে গেছে।

তদন্ত কমটি : প্রশ্নপত্র ফাঁস হবার পর প্রতিবারই তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে। কিন্তু প্রশ্নপত্র ফাঁসের রহস্য অনুদ্ঘাটিতই রয়ে গেছে। এ বছর বোর্ড ৭ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে।

'৯১ সালে বিচারপতি আবদুল মতিন খান চৌধুরীকে সভাপতি ও ৪ জন সাংসদসহ ৯ সদস্যের উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। ১৯৯১ সালের ১৮ই আগস্ট তদন্ত কমিটি তাদের প্রতিবেদন দাখিল করে। প্রতিবেদনে ১১ দফা সুপারিশ করা হয়। তদন্তের ভার সিআইডিকে অর্পণ করার জন্য কমিটি সুপারিশ করেছে।

প্রতিবছর প্রশ্নপত্র ফাঁস হবার একটি প্যাটার্ন লক্ষ্য করা গেছে; তা হলো প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্ছে প্রথম পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হবার পর। প্রশ্নপত্র ফাঁস হবার প্রথম ঘটনাটি ঘটছে চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ফেনী অথবা লক্ষীপুরে। তারপর তা ছড়িয়ে পড়ছে বিভিন্ন স্থানে। এবার প্রথম প্রশ্নপত্র ফাঁস হবার ঘটনাটি ঘটেছে লক্ষীপুরে।

একদিন পর কেন প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটে এ নিয়ে কথা হয়েছে বোর্ড কর্তৃপক্ষ, প্রশাসনের কর্মকর্তা ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্মকর্তাদের সাথে। এতে যুক্তিগতভাবে এটা প্রমাণিত হয়েছে, যারা এই প্রশ্নপত্র ফাঁসের সাথে জড়িত তাদের কাছে সবক'টি বোর্ডের প্রশ্নপত্র থাকে। কিন্তু প্রশ্নপত্রে বোর্ডের নাম না দিয়ে একটি সংকেত ব্যবহার করা হয় (যেমন এ বছর কুমিল্লা বোর্ডের 'ক' সেট প্রশ্নপত্রে সকাল এবং 'খ' সেট প্রশ্নপত্রে বিকাল এই সংকেত ব্যবহার করা হয়েছে)। ফলে ১টি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের আগে নিশ্চিত হওয়া যায় না কোনটি কোন্ বোর্ডের প্রশ্নপত্র। নিশ্চিত হবার পর পরই প্রশ্নপত্র ফাঁস হতে শুরু করে। তবে কোন বারই ছাপানো প্রশ্নপত্র ফাঁস হয় না। ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রে বইয়ের পৃষ্ঠা নম্বর, প্রশ্ন নম্বর অথবা পুরো প্রশ্নটি হাতে লেখা থাকে। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র কুমিল্লা বোর্ডের প্রশ্নপত্র কেন ফাঁস হচ্ছে– এ বিষয়টি অমীমাংসিত থেকে গেছে।

এখানে আরো একটি বিষয় লক্ষণীয় '৯১ সালে তদন্ত কমিটির তৎপরতার পর ২ বছর প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া বন্ধ ছিল।

প্রশ্নপত্র তৈরি ও বিতরণ : প্রশ্নপত্র তৈরি থেকে বিতরণ পর্যন্ত বোর্ডের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। প্রতিবছর এই নীতিমালা অনুসরণ করে প্রশ্নপত্র তৈরি, ছাপানো ও বিতরণ করা হয়।

কুমিল্লা বোর্ডের প্রশ্নপত্র তৈরি করেন এই বিভাগের বাইরের বাসিন্দা অভিজ্ঞ শিক্ষকরা। শিক্ষকরা প্রশ্নপত্র তৈরি করে নিজস্ব সীলগালা মোহর ব্যবহার করে তা বোর্ডে পাঠান। সীলগালা মোহরের নমুনাও পৃথকভাবে পাঠানো হয়। গালাবদ্ধ এসব প্রশ্নপত্র থাকে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে স্টং রুমে। এই প্রশ্নপত্র সমীক্ষণ করেন আরেক দল শিক্ষক। যারা প্রথমেই যাচাই করেন প্রশ্ন প্রণেতাদের নমুনা সীলগালা মোহরের সাথে প্রশ্নভর্তি খামগুলোর সীলগালা যথাযথভাবে রয়েছে কিনা। সমীক্ষকরা ৩ সেট প্রশ্নপত্র তৈরি করে একইভাবে তাদের নিজস্ব সীলগালা মোহর ব্যবহার করে খামবন্দী করে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কাছে দেন। এই তিন সেটের মধ্যে কোনটি দিয়ে পরীক্ষা হবে তা তাদের অজ্ঞাতে থেকে যায়। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এই তিন সেট থেকে দুই সেট সরকারী মুদ্রণালয়ে দেন ছাপানোর জন্য। মুদ্রণালয় খাম গ্রহণের আগে নিশ্চিত হয় খামগুলো যথাযথভাবে সীলগালা করা আছে কিনা। এরপর দু'টি সেটের জন্য পৃথক সাংকেতিক নাম ব্যবহার করে তা ছাপানো হয়। এই সাংকেতিক নাম সরকারী মুদ্রণালয়ের নিরাপত্তা কর্মকর্তা ছাড়া অন্য কারো জানার কথা নয় এবং এই সংকেত ছাড়া সনাক্ত করাও সম্ভব নয় এটি কোন্ বোর্ডের প্রশ্নপত্র।

প্রশ্নপত্র মুদ্রণশেষে বোর্ডের চাহিদা–মাফিক তা প্যাকেট করা হয় এবং প্যাকেট সীলগালা করা হয় সরকারী মুদ্রণালয়ের বিশেষ মোহর ব্যবহার করা হয়, এরপর জেলাওয়ারীভাবে তা ট্রাংক ভর্তি করা হয় এবং ট্রাংকের তালায় কাপড় মুড়ে সীলগালা করা হয়। সরকারী মুদ্রণালয় থেকে এই ট্রাংকগুলো গ্রহণ করেন সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি। এগুলো প্রথমে জেলা ট্রেজারীতে, পরে জেলা প্রশাসকের তত্ত্বাবধানে থানায় পাঠানো হয়। এই ট্রাংকগুলো থাকে ব্যাংকের ভোল্টে অথবা থানায়। প্রতিদিন কোন্ সেট দিয়ে পরীক্ষা হবে তা নির্ধারণ করেন বোর্ডের চেয়ারম্যান। এই নির্দেশ পৃথক একটি খামে সীলগালাবদ্ধ অবস্থায় থাকে। পরীক্ষা শুরু হবার ২ ঘন্টা আগে এই খামটি খোলা হয় এবং খামের ভেতরে নির্দেশিত প্রশ্নপত্রের প্যাকেট পরীক্ষা কেন্দ্রে সরবরাহ করা হয়। পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রশ্নপত্রের প্যাকেট খোলা হয় পরীক্ষা শুরু হবার আধ ঘন্টা আগে।

বারবার প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং পরীক্ষা বাতিলের ঘটনায় অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। তারা বুঝতে পারছেন না যে পরীক্ষাটি হয়ে গেল তা পরে বাতিল হয়ে যাবে কিনা। পরীক্ষার্থীরা ছোটে ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রের পেছনে।

এই সুযোগে ভুয়া প্রশ্নপত্রও বিক্রি হয় দেদার। কোনটি আসল, কোনটি নকল পরীক্ষা শুরু হবার আগে তা বোঝার উপায় নেই। যেমন এ বছর অংক পরীক্ষার প্রশ্ন বিক্রি হয়েছে ৫ রকমের।

বোর্ড কর্তৃপক্ষ বলেছেন, যে পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র তৈরি ও বিতরণ করা হয়, তাতে প্রশ্নপত্র সম্পর্কে আগাম কিছু জানা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়, পরীক্ষা শুরু হবার পরও তাদের কাছে কোন প্রশ্নপত্র থাকে না। কিন্তু প্রশ্নপত্র ফাঁসের এই পুনরাবৃত্তি নৈতিকভাবে তাদের বিব্রত করে তুলছে।